প্রথম আলো

23 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অভিমত

উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক নৈরাজ্য

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে এখন আশঙ্কাজনক নৈরাজ্য বিরাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে এ বিশৃঙ্খলা দেখা গেলেও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত নৈরাজ্য পৌঁছেছে আতঙ্কজনক পর্যায়ে। মাত্র তিন-চার বছর আগেও শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত বিভাগ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও বর্তমানে এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি বেড়েছে। এ নিবন্ধে আমি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দৃশ্যমান নৈরাজ্যের সামান্য নমুনা পেশ করব।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং অনিয়ম সম্প্রতি খুবই বেড়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতর পাদপীঠে অনেক কিছুই পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতি দ্বারা। তবে এ রাজনীতি শিক্ষক বা ছাত্রদের স্বার্থে পরিচালিত রাজনীতি নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে এ রাজনীতি হলো নগ্ন দলীয় রাজনীতি, তথা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াতের রাজনীতি। এ দলীয় রাজনীতির চর্চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে সর্বাধিক মাত্রায় কলুষিত করছে। উদাহরণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি-প্রোভিসি থেকে শুরু করে ডিন, প্রক্টর, প্রভোস্ট, সিন্ডিকেট সিনেট সদস্যসহ প্রায় সব পদে যারা অধিষ্ঠিত হচ্ছেন তারা একাডেমিক পরিচয়ে নয়, রাজনৈতিক যোগ্যতার বলেই এসব পদে আসছেন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্ষদে এবং শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে চ্যান্সেলর কর্তৃক যারা মনোনীত হচ্ছেন, তারাও তথাকথিত বর্ণের রাজনীতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই সেসব পদে আসীন হচ্ছেন। এক্ষেত্রে একাডেমিক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার নীতি পদদলিত হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষে মনোযোগী, গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকগণ বর্ণের রাজনীতি না করায় কোন সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। পক্ষান্তরে শ্রেণীকক্ষে অমনোযোগী এবং গবেষণায় অবদানহীন হলেও দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তিতে সক্রিয় শিক্ষকগণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্ষদে এবং ডেপুটেশনে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাচ্ছেন।

বিভিন্ন পদে শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে একাডেমিক পারফরমেন্সের পরিবর্তে দলীয় কর্মকাণ্ডে তাদের অবদানকে গুরুত্ব দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। দলীয় রাজনীতির ওপর ভিত্তিশীল শিক্ষকরাজনীতি ও ছাত্ররাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা, ফলাফল প্রভৃতি ক্ষেত্রের একাডেমিক প্রাপ্তিগুলোও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হচ্ছে বর্ণ প্রভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একাডেমিক যোগ্যতাই একমাত্র পরিমাপক হওয়া উচিত হলেও বাস্তবে তথাকথিত বর্ণের রাজনীতির ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে যাচাই-বাছাই করে বর্ণ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত চাকরি হচ্ছে না। এ ধরনের শিক্ষক নিয়োগকে অনেকে সেয়ানা বাছ করে শিক্ষক নিয়োগ না বলে ভোটার নিয়োগ বলছেন।

বর্ণের রাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতির চর্চার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যায়ের লালন সহজতর হয়েছে। যে বর্ণের প্রভাব বেশি, সে বর্ণের নেতাগণ ভিন্ন বর্ণের নেতা-কর্মীদের অপরাধের শাস্তি বিধানে মনোযোগী না হয়ে এর পরিবর্তে নিজ বর্ণের নেতা-কর্মীদের আরো বড় দুষ্কর্মের সঙ্গে সে অপরাধের আপসরফা করছেন। ফলে বর্ণের রাজনীতিতে অপরাধীদের শাস্তির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে উত্থান ঘটছে, যা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক গবেষকদের নিষ্ক্রিয় ও কোণঠাসা করে ফেলছে। এক্ষেত্রে সরকারের দ্বৈত ভূমিকা পালনে পরিস্থিতি হয়ে উঠেছে আরো জটিল। সরকার মুখে বলছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি করা উচিত নয়, কিন্তু ইউজিসি, পিএসসিসহ বিভিন্ন সরকারি পদে শিক্ষকদের ডেপুটেশনে নিয়োগ দেওয়ার সময় যোগ্যতার পরিবর্তে সরকারের পছন্দনীয় বর্ণের রাজনীতিতে সক্রিয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকারের এই দ্বৈত নীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় রাজনীতির চর্চা উৎসাহ পাচ্ছে। দলীয় রাজনীতির এ অশুভ তৎপরতার মাত্রা বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বর্ণে সক্রিয় অনেক সম্মানিত শিক্ষক এখন তাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং নিজ বিষয়ে গবেষণা করাকে অবহেলা করে বর্ণের রাজনীতিতে অধিক সময় ব্যয় করছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক তৎপরতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

একাডেমিক পরিবেশের মতো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও বর্ণ প্রভাবে বিভাজিত যা সমন্বয়ের অভাব সৃষ্টি করে সুষ্ঠু প্রশাসনিক কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। অযোগ্য কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক প্রভাবে উচ্চতর প্রশাসনিক পদে আসীন হওয়ার ফলে সেবার মান নিম্নগামী হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ যদি কোনো কাজ করতে যান তাহলে সে ভুক্তভোগীই একমাত্র বুঝবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কী ধরনের অনিয়ম ও জটিলতা কাজ করছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও রয়েছে নানারকম অনিয়ম। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশনজট এবং দাপ্তরিক কাজে অনিয়ম বেশ কম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা যত বাড়ছে মান কিন্তু সেভাবে বাড়ছে না। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ও মান জরিপ করলে এ সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হচ্ছেন, তাদের কেউই প্রায় ফেল করছেন না। অভিযোগ শোনা যায়, অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই অতিথি অধ্যাপকগণকে অধিক নম্বর প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়ে থাকে। উচ্চ বেতন প্রদানকারী বিত্তশালী অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়ে 'এ' গ্রেড পেলেই মহাখুশি। সে কী শিখল, কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে সক্ষম হল কিনা সেসব পরখ করে দেখার সময় বা প্রয়োজন অভিভাবকের নেই। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সার্টিফিকেট কেনাবেচার নির্বিঘ্ন ব্যবসা চলছে, যে কারণে শিল্পপতি এমনকি এনজিওগুলোও এখন এ ব্যবসায় মনোযোগ দিয়েছেন। দাতাদেশগুলো দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুশ্রম, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত; শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়ে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে পারলে যে উল্লিখিত সমস্যাগুলো সহজে দূর করা যেতে পারে সে বিষয়টি বুঝলেও সেদিকে এরা মাথা ঘামাতে চায় না। সে জন্য এ দেশের উন্নয়ন নিয়ে ভাবিত দাতাদেশসমূহ এবং এদের অর্থে পরিচালিত এনজিওসমূহকে কখনই শিক্ষা ক্ষেত্রের নৈরাজ্য দমনে কাজ করতে দেখা যায়নি। দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ধসে পড়ার উপক্রম হওয়ায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানান ফন্দি-ফিকিরে এ দেশের ছাত্র ধরার প্রক্রিয়া জোরদার করেছে। এসব কৌশলের একটি হচ্ছে বাংলাদেশী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-প্রত্যাশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস স্থাপন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নৈরাজ্য দূরীকরণে ও শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা পালন প্রত্যাশিত। কমিশন এ কাজে যত্নশীল না হয়ে প্রতি বছর এর বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ধসে পড়ছে বলার এক রেওয়াজ তৈরি করেছে। কিন্তু কী উপায়ে এক্ষেত্রে মান বৃদ্ধি করা যায় সে লক্ষ্যে কমিশনকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণে ও মান প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। কমিশন চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি নিয়োগ এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিয়মনীতি মানা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গবেষণায় মনোযোগী করার জন্য সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে পারে। উল্লেখ্য, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সম্মানিত শিক্ষক কোনো প্রকাশনা না করেই রাজনৈতিক প্রভাবে অধ্যাপক হচ্ছেন। কমিশন এসব জেনেও চুপ থেকে যদি এর বাৎসরিক প্রতিবেদনে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নেমে যাচ্ছে' বলে প্রতি বছর উল্লেখ করে, তাহলে কোনো ফল হবে না। কমিশন সুচিন্তিত নীতিমালার ভিত্তিতে এ দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাজিত নৈরাজ্য দূর করে এসব প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি ও মান বৃদ্ধি করতে পারলে উচ্চ শিক্ষার জন্য একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের বিদেশনির্ভরতা কমবে, অন্যদিকে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে এ দেশের সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে অবদানমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। makhter@ctgu.edu